কেমন দেশ চাই?

নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা—মুক্তির ঘোষণাপত্র

কেমন দেশ চাই?

নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা—মুক্তির ঘোষণাপত্র

খন্দকার নিয়াজ রহমান
হিসাম উদ্দীন চিশতী
সুমাইয়াহ্
ফাহমিদা ইসলাম
আর রাজী
কাওকাব হাসনাইন
মারজুকা সালেহ্

কেমন দেশ চাই?
নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা—মুক্তির ঘোষণাপত্র

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৬৫০ টাকা

Kemon Desh Chai? Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 650 Taka RS: 650 US 30 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98456-1-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

যারা দিনশেষে ঘুমাতে যায় এই বিশ্বাস নিয়ে যে
আগামীকালের পৃথিবী নিশ্চয়ই আজকের চেয়ে ভালো হবে।
যারা আশায় বুক বাঁধে সুন্দর এক আগামীর জন্য।

কৃতজ্ঞতা

এলোমেলো হাজারো চিন্তাভাবনা মাথায় নিয়ে ঘুরেছি বহুকাল, সঙ্গে ছিল অগোছালোভাবে টুকটাক কিছু লেখা। কেউ শুনে উড়িয়ে দিয়েছে, কেউ আবার চাতক পাখির মতো আশায় বুক বেঁধেছে, প্রশ্রয় দিয়েছে। এই মানুষগুলোর অনুপ্রেরণাই ভাবনাগুলোকে পাণ্ডুলিপির আকারে প্রকাশ করার দুঃসাহস দিয়েছে।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ব্রাত্য আমিন ও তাঁর রূপগাঁওকে, আহসানুল বাসার, ফরিদ আহমেদ, ইসলাম মোহাম্মদ, ড. বিজয় বড়ুয়া ও পশ্চিমবঙ্গের নীলাঞ্জনা মিশ্রকে। লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাশে ছিলেন হাবিব ভাই, যিনি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। বেলাল ভাই, নির্ঝর আপা ও ধ্রুবদা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিবিধ আশা-নিরাশার তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। তানভীরকে (খন্দকার তানভীর রহমান) ধন্যবাদ শিক্ষার অন্তর্নিহিত ধারণা ও দর্শন বিষয়ে ওর লেখার জন্য। স্বাস্থ্যবিষয়ক সহযোগিতা করেছেন ক্যাডেট কলেজের মামুন ভাই এবং শিরীন হক, আলমগীর আলম। নকীব ভাই তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিয়ে এই লেখাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন।

সবশেষে বলবো আমার ক্যাডেট কলেজ জীবনের বন্ধু মুকুলের (শাহাদাত মোশাররাফ খান) কথা। বন্ধুকে ধন্যবাদ কিংবা কৃতজ্ঞতা—কোনোটাই দেওয়া যায় না। বায়ান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত ভাষাশহীদদের স্মরণে যে কজন তরুণ মিলে ওই দিন দেশের প্রথম শহীদ মিনারটি বানায়, মুকুলের বাবা তাঁদেরই একজন। পাণ্ডুলিটির পৃষ্ঠপোষকতা এবং সর্বোপরি একে বই আকারে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগটা করে দিয়েছে মুকুল।

খন্দকার নিয়াজ রহমান

সূচিপত্র

প্রথম অংশ

১. সূচনা **১৫**

১.১ পটভূমি ১৫

১.২ উদ্দেশ্য ১৫

১.৩ প্রতিবেদনটির কাঠামো ও বিন্যাস ১৫

২. সাফল্য ও উন্নয়নের আখ্যান **১৭**

২.১ গল্পের শুরু ১৭

২.২ সাফল্য মানে কী? প্রত্যেক মানুষকে কি জীবনে 'সফল' হতেই হবে? ১৮

২.৩ উন্নয়নের সংজ্ঞা কী? 'উন্নয়নের পথে অগ্রযাত্রা' কি প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্রের অবধারিত গন্তব্য? ১৯

২.৪ সাফল্য ও উন্নয়ন—একই মুদ্রার দুই পিঠ? ২১

২.৫ 'বিদেশ ভালো, দেশ খারাপ'—কোথা থেকে এলো? ২৩

২.৬ উন্নয়নের লক্ষ্যটি কি চিরাচরিত? উন্নয়নের মহাসড়ক কে বানাল? ২৪

২.৭ 'উন্নয়ন বৃক্ষের' সব ফলই কি মিষ্টি? ২৫

২.৮ উন্নয়নের আখ্যানের বিস্তার ও আমাদের 'আধুনিক জীবন' ২৫

৩. মানবসমাজ ও রাষ্ট্র: শর্ত ও সম্ভাবনা **২৭**

৩.১ প্রেক্ষাপট ২৯

৩.১.১ দেশ ও রাষ্ট্র ২৯

৩.১.২ রাষ্ট্রকাঠামো: পরিবর্তনের প্রথম ধাপ ৩০

৩.২ সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র: মূলধারার আখ্যান এবং এর অসংগতি ৩০

৩.২.১ মানবসমাজের বিকাশের ধারা ৩০

৩.২.২ বর্তমানে মূলধারার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর দর্শন ৩৫

৩.৩ প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা কার স্বার্থে পরিচালিত হয়? ৩৬
রাষ্ট্র বনাম জনগণের স্বাধীনতা ৩৬
রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, জনগণের মালিকানা এবং সম্পদ ও ক্ষমতার বণ্টন ৩৬
'শ্রমের তুলনামূলক মূল্য' এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বিন্যাস ৩৭
৩.৪ মানবসমাজের এই বিবর্তনের ধারার পরিবর্তন কি সম্ভব? ৩৭
৩.৫ ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা ৩৯
৩.৫.১ রাষ্ট্রনীতি ৩৯
ক. নিরাপত্তা বা প্রতিপালন ৩৯
▪ প্রতিপালনের/নিরাপত্তার মূল খাতসমূহ ৪০
▪ সামাজিক নিরাপত্তা ৪১
▪ জৈবিক নিরাপত্তা ৪১
খ. পরিকল্পনা: রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টনের নিয়ন্ত্রণ ৪২
▪ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের গুরুত্ব ৪২
▪ রাষ্ট্রের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা ৪৩
গ. স্থানীয় সরকার ৪৬
▪ রাজনৈতিক ও আইনি অবস্থান ৪৬
▪ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ৪৭
▪ অর্থায়ন ৪৭
৩.৫.২ অর্থনীতি ৪৭
ক. শ্রমের তুলনামূলক মূল্য ৪৯
খ. ভাড়া থেকে আয় ৫১
গ. অধিকার ও মালিকানা ৫২
ঘ. বিনিময় বিধি ৫৩
ঙ. বাজার ও মুদ্রাব্যবস্থা ৫৫
▪ বাজার ৫৫
▪ মুদ্রা ৫৬
চ. ঋণ, সুদ এবং ব্যাংক ৫৭
▪ ঋণ ও সুদ ৫৭
▪ ব্যাংক ৫৯
৩.৫.৩ বসতি ও ভূপ্রাকৃতিক বিন্যাস ৫৯
ক. গ্রাম এবং শহর/নগর ৫৯
খ. জলমণ্ডল ৬১

দ্বিতীয় অংশ

৪. মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট্য **৬৫**

৪.১ প্রেক্ষাপট ৬৭

৪.১.১ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মূল ভিত্তি ৬৭

৪.১.২ সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্রের গঠন এবং এদের বিকাশের উপাদান ৬৭

৪.২ মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রচলিত আখ্যানের অসংগতি ৬৮

৪.২.১ মানুষের বৈশিষ্ট্য—অর্থনীতি ও নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টির বৈপরীত্য ৬৮

৪.২.২ বর্তমান কাঠামোয় মানুষের মূল্যায়ন ৬৯

৪.২.৩ বর্তমান কাঠামোয় মানুষের সম্পর্কের মূল্যায়ন ৭২

৪.২.৪ বর্তমান কাঠামোয় মানুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন ৭৭

৪.৩ কার স্বার্থ রক্ষা করছে প্রচলিত আখ্যানের বিশ্বকাঠামো? ৭৮

৪.৩.১ জনশক্তি ও অর্থের অবমূল্যায়নের দর্শন ৭৮

৪.৩.২ জনসংখ্যা নীতির আড়ালে মানুষের ওপর বাজার অর্থনীতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ৭৯

৪.৩.৩ ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রোপাগান্ডা ও মূলধারার অর্থনীতির সম্পর্ক ৮০

৪.৩.৪ মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিপণনের সম্পর্ক ৮৪

৪.৪ সমাজ পরিবর্তনের দর্শন ৮৫

৪.৪.১ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পুনর্নির্ধারণ ৮৫

৪.৪.২ রাষ্ট্রের টিকে থাকার সঙ্গে মানুষের কোন বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক রয়েছে? ৮৭

৪.৫ পরিবর্তনের দিকনির্দেশনা ৮৮

৫. খাদ্য, কৃষি ও ভূপ্রকৃতি **৯০**

৫.১ প্রেক্ষাপট ৯১

৫.১.১ খাদ্য কী? ৯১

৫.১.২ ‘সবুজ বিপ্লব’ কী? ৯৩

৫.১.৩ কৃষিজমির পরিমাণ কত? ৯৫

৫.১.৪ কৃষক ও জেলে কি ভিন্ন? ৯৫

৫.২ মূলধারার ধনবাদী অর্থনীতিতে কৃষির দর্শন ৯৬

৫.২.১ জিডিপি ভিত্তিক অর্থনীতির সাথে কৃষক-জেলের সম্পর্ক ৯৬

৫.২.২ বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক ৯৬

৫.২.৩ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও খাদ্যনিরাপত্তা ৯৭

৫.৩ মূলধারার আখ্যানে কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তার ধারণা এবং পদ্ধতিগত ভিত্তির বিপর্যয় ৯৮
৫.৩.১ 'খাদ্য' ও 'কৃষি জীবনব্যবস্থার' ওপর 'সবুজ বিপ্লব'-এর প্রভাব ৯৮
৫.৩.২ বাংলাদেশে 'সবুজ বিপ্লব'-এর সূচনা ৯৯
৫.৩.৩ বাংলাদেশের কৃষি জীবনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'সবুজ বিপ্লব'-এর প্রভাব ১০০
৫.৩.৪ মৎস্য আহরণ ও মৎস্য চাষের অর্থনীতির সাথে কৃষক-জেলের সম্পর্ক ১০৪
৫.৩.৫ 'কৃষি জীবনব্যবস্থার' ওপর মূলধারার 'উন্নয়ন' আখ্যানের প্রভাব ১০৫
৫.৪ কার কার স্বার্থে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা কাজ করে ১১০
৫.৪.১ ভূমি অধিকারের সাথে 'কৃষি জীবনব্যবস্থার' সম্পর্ক ১১০
৫.৪.২ শিল্পকারখানার সাথে 'কৃষি জীবনব্যবস্থার' সম্পর্ক ১১৪
৫.৪.৩ কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালনসংক্রান্ত আইনের সুবিধাভোগী কারা? ১১৬
৫.৫ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে কৃষি জীবনব্যবস্থায় রূপান্তরের মূলনীতি ১২১
৫.৫.১ প্রকৃতির সাথে সমন্বয়ের সম্পর্কে 'কৃষি জীবনব্যবস্থার' দর্শন ১২১
ক) কৃষি জীবনব্যবস্থায় মানুষের সামাজিক সম্পর্কের স্বরূপ ১২২
খ) কৃষি জীবনব্যবস্থার সাথে বাস্তুচক্র ও পরিবেশের সম্পর্ক ১২২
গ) কৃষি জীবনব্যবস্থার সাথে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার (Wisdom) সম্পর্ক ১২৩
৫.৫.২ অধিকার বা মালিকানার ভিত্তিতে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক ১২৪
৫.৫.৩ জলমণ্ডলের ন্যায়সংগত ব্যবহারের সাপেক্ষে উন্নয়নের স্বরূপ ১২৬
৫.৫.৪ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে 'কৃষি জীবনব্যবস্থার' অন্তর্ভুক্তি ১২৭
৫.৬ বিকল্প ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা ১২৯

৬. শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা ১৩২
৬.১ প্রেক্ষাপট ১৩৩
৬.২ শিক্ষা: দর্শন ও লক্ষ্য ১৩৫
৬.২.১ শিক্ষা কী? শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সম্পর্ক ও পার্থক্য কী? ১৩৫
ক) শিক্ষার ধারণা ১৩৫
খ) জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, জ্ঞান ও জ্ঞানের সৃষ্টি ১৩৫
- দক্ষতা ও পদ্ধতিগত জ্ঞান ১৩৬
- তথ্য ১৩৬
- সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও বিশ্লেষণ ১৩৭
- প্রশিক্ষণ ১৩৭

৬.২.২ মানবসমাজে শিক্ষার প্রয়োজন কোথায়, কীভাবে, কেন? ১৩৮

৬.২.৩ বর্তমান মূলধারার শিক্ষা: 'জ্ঞান ও প্রজ্ঞা' না শুধুই 'প্রশিক্ষণ'? ১৩৯
৬.৩ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা: উৎস ও বিবর্তন ১৪১
৬.৩.১ ভারত ও বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা: প্রাক্-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট ১৪১
ক) বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাধারা ১৪৫
৬.৩.২ তথাকথিত 'আধুনিক' শিক্ষাব্যবস্থা: ঔপনিবেশোত্তর রূপান্তর ১৪৬
ক. মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ১৪৬
খ. শিক্ষার সংজ্ঞায়ন: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৫০
৬.৪ শিক্ষাব্যবস্থার রাজনীতি ও অর্থনীতি: কার জন্য শিক্ষা বনাম কে লাভবান ১৫১
৬.৫ ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা ১৫৬

৭. স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা ১৫৯
৭.১ প্রেক্ষাপট ১৬০
৭.২ প্রচলিত আখ্যানে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যসেবার ধারণা এবং দার্শনিক ও পদ্ধতিগত ভিত্তি ১৬০
৭.৩ স্বাস্থ্যব্যবস্থার মৌলিক চরিত্র: কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ফিরে দেখা ১৬৫
৭.৩.১ প্রতিরোধ কি আসলেই নিরাময়ের চেয়ে শ্রেয়? ১৬৫
৭.৩.২ স্বাস্থ্য খাতের প্রবৃদ্ধি: স্বাস্থ্যের উন্নয়নের না অবনতির লক্ষণ? ১৬৭
৭.৩.৩ কেন ইউরোপ-আমেরিকায় ওষুধের কারণে তৃতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়? ১৬৯
৭.৩.৪ কেন মেডিকেল স্কুলে পাঁচ বছরে বিশ ঘণ্টা পুষ্টিবিজ্ঞান পড়ানো হয়? ১৭০
৭.৪ কীভাবে, কার স্বার্থে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রচলিত আখ্যান কাজ করছে? ১৭১
৭.৫ বিকল্প ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা ১৭৪

তৃতীয় অংশ

৮. সংবিধানের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশের ব্যাখ্যা ও প্রস্তাব ১৭৯
৮.১ ভূমিকা ১৮০
৮.২ সংবিধানের মূলনীতি পর্যালোচনা ১৮৫
৮.৩ মৌলিক অধিকার পর্যালোচনা ১৮৮
৮.৪ বিচার বিভাগ ও মানুষের সুবিচার প্রাপ্তির আলোচনা ১৯৩
৮.৫ রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ নিয়ে আলোচনা ১৯৫
৮.৬ নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশনবিষয়ক আলোচনা ১৯৮
৮.৭ সিভিল প্রশাসন, সামরিক প্রশাসন বিষয়ে আলোচনা ২০০
৮.৮ সংবিধানের 'বিবিধ' বিধিবিধান ২০৩
৮.৯ সংবিধানে রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা ২০৬
৮.১০ প্রস্তাবনা ২০৭

৯. বিষয়ভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনাসমূহ **২০৯**
৯.১ খাদ্য, কৃষি ও ভূপ্রকৃতি ২০৯
৯.২ শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা ২১১
৯.৩ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা ২১২
৯.৪ রাষ্ট্রনীতি ২১৩

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ৫.১: কৃষক প্রজা পার্টির জমিদারী উচ্ছেদের দাবি (১৯৩৭) এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬) ২১৯
পরিশিষ্ট ৬.১: ভারত ও বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ধারা ২২১
পরিশিষ্ট ৬.২: শিক্ষা নিয়ে ভাবনা ২২৭
পরিশিষ্ট ৮.১: শাসনতন্ত্র বনাম সংবিধান ২৪১
পরিশিষ্ট ৮.২: ‘বাংলাদেশ’ নামটির আগে ‘গণপ্রজাতান্ত্রিক’ বিশেষণ কেন? ২৪৫
পরিশিষ্ট ৮.৩: বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে যে ‘প্রজাতন্ত্র’ নামে অভিহিত করা হলো, তার মর্মার্থ কী? ২৪৭

১. সূচনা

১.১ পটভূমি

চলমান রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা, নিয়ম ও রীতি-নীতির ইতিবাচক এবং কল্যাণকর রূপান্তরপ্রত্যাশী মনোভাব এই উদ্যোগের মূল চালিকাশক্তি। লেখকদের সবাই এই রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় লালিত-পালিত। এই ব্যবস্থার কাঠামোগত ও ব্যবহারিক নানা দিক নিয়ে সবারই কিছু প্রশ্ন, দ্বন্দ্ব, অতৃপ্তি আছে। অভীষ্ট ইশতেহারটি সেই বিষয়গুলোতেই আলোকপাত করবে এবং এদের গভীর ও অন্তর্নিহিত স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করবে। এই আলোচনা সমাজের বিভিন্ন গুণগত দিককে কেন্দ্র করে অথবা খাতভিত্তিক হতে পারে। তবে এই চেষ্টা শুধু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দৈনন্দিন 'সমস্যা' চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উদ্যোগ নয়; যা অহরহ আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক নানা প্রতিষ্ঠানে বা প্রচারমাধ্যমসহ অন্যান্য সংগঠনের কার্যক্রমে দেখা যায়। এই উদ্যোগ বরং এসব সমস্যার অন্তরালে বা মূলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মৌলিক ও কাঠামোগত অসংগতির সন্ধান করবে। তবে শুধু অসংগতির খোঁজ নয়, এদের সমাধানের আর পরিবর্তনের সূচনার দিকনির্দেশনাও এই প্রয়াসের আরেকটি মূল উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র ও সমাজের মতো বহুমাত্রিক ব্যবস্থা বা সংগঠন সব সময় একাধারে জটিল ও সদা পরিবর্তনশীল। তাই এ ক্ষেত্রে সমাধানের যেকোনো নির্দেশনা অবশ্যই অনমনীয় কিছু নয়; বরং রূপান্তরের সূচনার ইঙ্গিতমাত্র। বাকিটা সময়ের পরিক্রমায় বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় নিজস্ব গতিতে উন্মোচিত হবে। সর্বোপরি, এই ইশতেহারের মূল সুর হবে মানুষের মনে এই সংক্রমণের বিস্তার যে, পরিবর্তন সম্ভব। এবং এই পরিবর্তন সুদূর ভবিষ্যতের কোনো দুরতিক্রম্য লক্ষ্য নয়; বরং চারপাশে দৃশ্যমান সমস্যার পর্দার পেছনের কিছু সূক্ষ্ম কিন্তু শক্তিশালী অসংগতির সমাধানের মধ্যে নিহিত। আর সেই সমাধানের শক্তি ইতোমধ্যে মানুষের ভেতর বিরাজমান।

১.২ উদ্দেশ্য

সমাজ ও রাষ্ট্রের চলমান ধারার বিপরীতে ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় একটি ন্যায়সংগত, সাম্যতাপূর্ণ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যে গৃহীত এই প্রতিবেদনের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপে তুলে ধরা হলো।

১. রাষ্ট্রযন্ত্রের চলমান প্রশ্নাতীত প্রথাগুলোকে নতুন আলোকে দেখার প্রয়াস।
২. রাষ্ট্রের প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নিয়ম কানুন ও রীতি নীতি সম্পর্কে গভীরতর প্রশ্ন উত্থাপন।
৩. সম্ভাব্য নতুন ধারায় রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বপ্নের, সম্ভাবনার রূপরেখা তৈরি করা।

১.৩ প্রতিবেদনটির কাঠামো ও বিন্যাস

প্রতিবেদনটির তিনটি অংশ। প্রথম অংশের প্রথম অধ্যায়ে এই উদ্যোগের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর যে মৌলিক দার্শনিক ভিত্তির ওপর উদ্যোগটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সমাজে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখতে চাইলে সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রথমাংশের শেষ অধ্যায়ে মানবসমাজের বিকাশের ধারা, রাষ্ট্রের গঠনকাঠামো—এগুলোর বর্তমান অন্তর্নিহিত অসংগতি এবং সবশেষে এদের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশে বিভিন্ন সেক্টর বা খাতভিত্তিক প্রচলিত মূলধারার আখ্যানকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান মানবসমাজের মৌলিক খাতগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে; যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি। প্রতিটি খাতের নানা ধরনের অসংগতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কার স্বার্থে এই অসংগতিগুলো ধরে রাখা হয়েছে, তা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আর চূড়ান্তভাবে প্রতিটি খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য বিকল্প দিকনির্দেশনা বা পথরেখা কী হতে পারে, সে সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অংশের মূল প্রতিপাদ্য সংবিধান ও আইনকানুন। এই অংশে পূর্ববর্তী আলোচনাগুলোকে ব্যবহারিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলোর বাস্তবায়ন করতে গেলে আইনকানুন ও সংবিধানে কী কী ধরনের পরিবর্তন আবশ্যক, সেসব সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। সংবিধান ও আইনকানুন একটি রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক ভিত্তি। এই ভিত্তিতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হলেই শুধু বিভিন্ন খাতে তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হবে। তাই চূড়ান্ত অংশে এই মৌলিক ভিত্তি পরিবর্তনের রূপরেখা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে।

২. সাফল্য ও উন্নয়নের আখ্যান

চারপাশের জগৎ, জীবনযাত্রা, প্রচলিত সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা যা ভাবি বা এগুলোকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি, তার সবটুকু কি আমাদের নিজেদের ধারণা অথবা যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্ত? আমরা কখনো কি তা খতিয়ে দেখি? সুপ্রতিষ্ঠিত অনেক বিশ্বাস বা ধারণাকে সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে, এর অনেকেরই উৎস আমাদের সমাজে প্রচলিত মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা, প্রচারমাধ্যমে বহুল প্রচারিত তথ্য বা বর্ণনা, জনপ্রিয় সাহিত্য-শিল্প, কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক সংগঠনের বক্তব্য, এমনকি সমাজে বহুল প্রচলিত নিছক কোনো জনপ্রিয় ধারণা বা বিশ্বাস ইত্যাদি। সচেতনভাবে এ ধরনের উৎস অনুসন্ধান আমাদের জীবনে খুব কমই করা হয়। তাই এসব ধারণা বা বিশ্বাসও অনেকটা অবচেতনভাবে আমাদের জীবনযাপন, সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ গুরুত্বপূর্ণ নানা ক্ষেত্রে 'অমোঘ সত্যের' মতো জীবনকে চালিয়ে নিতে থাকে। আমাদের এ ধরনের প্রশ্নাতীত ধারণা বা বিশ্বাস সামষ্টিকভাবে একটি সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে 'আখ্যান' (Narrative) তৈরি করে– 'পৃথিবীটা এ রকমই', 'মানুষের চরিত্রই এমন', এ জাতীয় সাধারণ বিশ্বাস। এগুলোই ধীরে ধীরে একসময় 'সত্যে' পরিণত হয়। আর এই 'সত্য' মোতাবেক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো মিলে 'প্রচলিত জীবনধারার' সৃষ্টি করে।

এখন প্রশ্ন হলো, এই আখ্যান সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি কি সব ক্ষেত্রেই অসচেতন আর সহজাত ঘটনাপ্রবাহের পরম্পরায় তৈরি? নাকি কেউ সচেতনভাবে একটি আখ্যান সৃষ্টি করতে পারে বা করে? কেউ চাইলে কি ধারণা বা বিশ্বাস প্রচারের সাধারণ উৎসগুলোকে অর্থাৎ গণমাধ্যম, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদিকে ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে একটি আখ্যান সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করতে পারে? যা পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিজীবনে অথবা দেশ, সমাজ বা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিতে পরিণত হয়? ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে এর বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরি।

২.১ গল্পের শুরু

মূলধারার এই গল্প মূলত একটি শক্তিশালী আখ্যান সৃষ্টি এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের মাধ্যমে সেই আখ্যান দিয়ে ব্যক্তিমানুষ ও মানবসমাজকে প্রায় পরিপূর্ণভাবে গ্রাস ও নিয়ন্ত্রণের কাহিনি। গল্পের মূল সুর অনেকটা এ রকম, এমন কিছু নির্দিষ্ট উপাদান আছে, যার অর্জন আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনকে সত্যিকারের পূর্ণতা দেবে। পৃথিবীর কিছু কিছু মানুষ আর জাতি এরই মধ্যে এগুলো অর্জন করে ফেলেছে। তাই তাদের জীবন এখন 'শান্তি ও সমৃদ্ধিতে' পরিপূর্ণ। আর যারা এখনো এগুলো অর্জন করতে পারেনি, 'পিছিয়ে পড়া' সেসব মানুষ ও জাতির জীবনের মূল লক্ষ্য

তাই এসব কাঙ্ক্ষিত উপাদান অর্জন করা। কীভাবে তা করবে, সেটা তথাকথিত 'সমৃদ্ধ ও অগ্রবর্তী'দের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। তারপর যেকোনো মূল্যে এসব পরম আরাধ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদেরই বাতলে দেওয়া পথে নিজেদের সকল মেধা, মনন, সামর্থ্য ও জীবনীশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

গল্পটির দুটি মূলধারা—একটি ব্যক্তিকে ঘিরে, অন্যটি এ রকম অগণ্য ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দেশ, জাতি বা সমাজকে ঘিরে। দুটি ধারা হলেও শুধু উপাদান ও মাত্রা ভিন্ন; সূচনা, বাঁকবদল ও পরিণতি—প্রতিটি ধাপেই ঘটনাপ্রবাহ অনেকটা একই রকমভাবে এগোতে থাকে। আখ্যানের শক্তি এবং ধীরে ধীরে এর 'সত্যে' পরিণত হওয়ার এই গল্পকে তাই ব্যক্তিজীবনে 'সাফল্য' আর জাতির জীবনে 'উন্নয়ন'—এই ধারণা দুটির আলোকে তলিয়ে দেখা যাক।

২.২ সাফল্য মানে কী? প্রত্যেক মানুষকে কি জীবনে 'সফল' হতেই হবে?

একজন ব্যক্তির জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো 'সাফল্য'—অন্তত এখনকার আমলে আমাদের সবারই যেন এই ভবিতব্য। এই মোক্ষে পৌঁছানো যাবে কিছু নির্দিষ্ট উপাদান অর্জনের মধ্য দিয়ে। কী অর্জনের মাধ্যমে সাফল্য আসবে, সেই তালিকাটা কিন্তু আগে থেকেই তৈরি করা আছে। ওটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আমাদের মূল কাজ হলো শুধু নাক-চোখ বুজে তালিকার একটা একটা করে উপাদান করায়ত্ত করা, আর পাশে একটা করে টিক চিহ্ন বসানো। তালিকাটা বেশ বড়। তাই তালিকার উপাদান চট করে ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তার চেয়েও মজার ব্যাপার হচ্ছে, তালিকাটা সদা বর্ধমান। তাতে প্রতিদিনই নিত্যনতুন উপাদান যোগ হচ্ছে। তাই 'খুশির খবর' হচ্ছে টিক চিহ্ন বসাতে বসাতে একটি জীবন পার করে দেওয়া যাবে অনায়াসে। তবে সম্ভবত সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে মানুষের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য যতই বৈচিত্র্যময় হোক না কেন, তালিকার উপাদানগুলো কিন্তু কমবেশি একই। মানুষটি যে দেশের, যে সমাজের, যেমন পরিবার বা পরিবেশেরই হোক না কেন, তালিকার মূল উপাদানের খুব একটা হেরফের হয় না। অর্জনের তালিকায় একদিকে যেমন আছে বস্তুগত উপাদান—বাড়ি, গাড়ি, 'উন্নত দেশে' কর্মসংস্থান তথা জীবনযাপন ইত্যাদি; অন্যদিকে মননগত উপাদানও অনেক—নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রি, পুরস্কার, সম্মান-সম্মাননা, অ্যাওয়ার্ডসহ নানা জিনিস। আবার নিজস্ব রুচি, পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো নির্দিষ্ট ধারা বেছে নেওয়ারও সুযোগ আছে—বস্তুগত বা মননগত। সমাজের স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে ধারা বদলও করা যাবে।

এই দৌড়ে জেতার মূলমন্ত্র হলো, কখনো প্রশ্ন করা যাবে না তালিকার এই উপাদানগুলো কোথা থেকে এলো, কে তৈরি করল, এগুলোর যৌক্তিকতা বা যথার্থতা কী? আর আদৌ আমি আমার জীবন এই তালিকা ধরে যাপন করতে চাই কি না। শুধু তালিকাটা হাতে নিয়ে সোজা দৌড়, অন্ধ

দৌড়, আর সঙ্গে টিক চিহ্ন বসাতে থাকা। কিছু না কিছু তো হাতে ধরা দেবেই। তালিকার যত বেশি জিনিস জড়ো করা যাবে, সাফল্যের তকমা ততই শক্তপোক্ত হতে থাকবে।

এই অন্ধ দৌড়ের সার্থকতা নিয়ে আমরা কি কেউ প্রশ্ন তুলি কখনো? দৌড় প্রতিযোগিতার বাইরে গিয়েও জীবনযাপন সম্ভব কি না, তা খতিয়ে দেখার সচেতনতা, সাহস, আর সময় ইদানীং কয়জনের হয়? সাফল্যের এই আখ্যানে মাথা ডুবিয়ে ডুবসাঁতারে জীবন পার করে দেওয়াটা যেন তুলনামূলক সহজসাধ্য মনে হয়, এমনভাবেই সমাজের বিশ্বাস সাজানো হয় শিক্ষা, গণমাধ্যম বা সমাজের অন্য সব উপাদানে ব্যবহার করে।

তাহলে কি জীবনে সাফল্যের স্বাদ পাওয়া হবে না কারও? অর্জনের কিছুই থাকবে না? অবশ্যই থাকবে। তবে জীবনে কী অর্জনযোগ্য আর কী নয়, সেটা যার জীবন তার সিদ্ধান্তে নির্ধারিত হওয়াটাই তো যুক্তিযুক্ত। সেই অর্জনের তালিকায় এমনকি বর্তমানের কোনো প্রচলিত বস্তুগত বা মননগত উপাদানও থাকতে পারে। প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছা, প্রয়োজন আর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তালিকা তৈরি করবে। প্রত্যেক মানুষের তালিকা হবে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন। অর্থাৎ তালিকা তৈরির প্রক্রিয়াটি হবে সচেতনভাবে। শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম ইত্যাদির দ্বারা একটু একটু করে গোপনে মনের অবচেতনে ঢুকিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নয়। আমি জীবনে সফল না ব্যর্থ, এই মৌলিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার স্বাধীনতাই যদি না থাকে, তাহলে জীবনযাপনে নিজেদেরকে যতই স্বাধীন মনে হোক না কেন, অন্যের শিখিয়ে দেওয়া লক্ষ্য অর্জনে অন্ধ দৌড় দেওয়াই আমাদের স্বাধীনতার সর্বোচ্চ প্রকাশ হয়ে থাকবে।

২.৩ উন্নয়নের সংজ্ঞা কী? 'উন্নয়নের পথে অগ্রযাত্রা' কি প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্রের অবধারিত গন্তব্য?

ব্যক্তির মতো পৃথিবীর দেশগুলোর জন্যও যেন একটি পূর্বনির্ধারিত চূড়ান্ত লক্ষ্য ঠিক করে দেওয়া আছে—উন্নয়ন। অন্তত বাংলাদেশের মতো দেশে বসে পৃথিবীর গতি-প্রকৃতির দিকে তাকালে তা-ই মনে হয়। তুলনা করে বললে, ব্যক্তিপর্যায়ের মতো দেশের জন্যও আগে থেকেই কিছু নির্দিষ্ট উপাদানের তালিকা করা আছে, যা অর্জনের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যাওয়াই মোটামুটি সামগ্রিকভাবে একটি দেশের একমাত্র কাজ। তালিকাটি মূলত অর্থনীতিকেন্দ্রিক, যার মূল উপাদানের মধ্যে আছে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি, গড় মাথাপিছু জিডিপি, গড় মাথাপিছু আয় (ডলার) ইত্যাদি[১]। পরবর্তী সময়ে অবশ্য এর সঙ্গে মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index—HDI), সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millenium Development Goals—MDG) জাতীয় সামাজিক উপাদানও যোগ করা হয়। অর্থনৈতিক হোক আর সামাজিক, এর সবই কিন্তু একধরনের মোটাদাগের সামষ্টিক ও গাণিতিক হিসাবভিত্তিক সূচক। তালিকার এই

উপাদানগুলোকে আমরা মূলত 'উন্নয়নের সূচক' হিসেবেই চিনি। ব্যক্তিগত সাফল্যের উপাদানের মতো এসব জাতীয় উন্নয়নের সূচকও কিন্তু 'জাতি-ধর্ম-বর্ণনিরপেক্ষ'। অর্থাৎ কোনো দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক গঠন, সাংস্কৃতিক ধারা ও ঐতিহ্য যেমনই হোক না কেন, উন্নয়নের এসব সূচক সবার জন্য একইভাবে প্রযোজ্য। তবে ব্যক্তিপর্যায়ের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য হলো, ব্যক্তির সাফল্য পরিমাপের বিষয়টি সামাজিকভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালী; তবে তা মূলত অনানুষ্ঠানিক। অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মানুষের সাফল্যের পরিমাপ ঘোষণা করে না। তবে দেশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি পুরোপুরি সুসংগঠিত ও আনুষ্ঠানিক। এমনকি এ কাজে বিভিন্ন বড় প্রতিষ্ঠানও নিয়োজিত— জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি। এদের কাজ হলো উল্লিখিত সূচকগুলো মাঝে মাঝে পরিমাপ করা, আর সঙ্গে ঘোষণা করা—কোন দেশ উন্নয়নের চূড়ান্ত গন্তব্যের পথে কতটা এগোল।

ঠিক ব্যক্তির সাফল্যের দৌড়ের মতো দুনিয়ার তাবৎ দেশও এই 'উন্নয়নের দৌড়ে' শামিল। তবে আসলে সব দেশ নয়। নির্দিষ্ট কিছু 'দুর্ভাগা, পিছিয়ে পড়া' দেশ; যেমন আমাদের বাংলাদেশ। এই সংগ্রাম আসলে সেসব দেশের জন্য, যারা উন্নয়নের 'মহান ছোঁয়া' থেকে 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে বঞ্চিত'।

একইভাবে এখানেও প্রশ্ন এসে যায়, কে এই উন্নয়নের সংজ্ঞা ঠিক করল? কে এর উপাদানগুলো কী হবে, তা নির্ধারণ করে দিল? কীভাবে ঠিক করা হলো কোনো দেশ উন্নয়নের এই পথপরিক্রমায় কোথায় বা কোন পর্যায়ে আছে? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে কি আমরা কখনো ভেবে দেখি বা এ নিয়ে কোনো আলোচনা শুনি? এমন নয় যে এখানেই প্রথম এই প্রশ্নগুলো তোলা হচ্ছে। সত্যি বলতে, এ নিয়ে গত তিন-চার দশকে সচেতন শিক্ষাবিদ-গবেষকেরা নানা আলোচনা, বিতর্ক, প্রকাশনাও করেছেন। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের মনোজগৎ নিয়ন্ত্রণ করে যে মাধ্যমগুলো, অর্থাৎ মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা, জনপ্রিয় গণমাধ্যম—এ ধরনের কোনো অঙ্গনেই আমরা এজাতীয় কোনো আলোচনা শুনি না। কোনো মূলধারার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠনের বক্তব্য-বিবৃতিতেও দেখি না এ বিষয়ের অবতারণা। আমাদের কারও মনে কখনো কখনো এসব প্রশ্ন এসে থাকলেও আশপাশে তাকিয়ে কোনো সূত্র না পেয়ে সেগুলো হয়তো অব্যক্তই থেকে যায়। টিভির পর্দা আর পত্রিকার পাতাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা 'উন্নয়নের অগ্রযাত্রার' ডামাডোল আমাদের আখ্যানের চাপে পিষ্ট বোধবুদ্ধির দিকে তাকিয়ে শুধু বাঁকা হাসি হাসতে থাকে। আর এই সুযোগে প্রচলিত আখ্যানের হাত ধরে দেশও দৌড়াতে থাকে উন্নয়ন নামের এক মহান লক্ষ্য অর্জনের বিরামহীন সংগ্রামে।

উন্নয়ন কি তাহলে অবান্তর কোনো ধারণা? দেশের উন্নয়নের কি কোনো প্রয়োজন নেই? দেশ কি তাহলে তার জনগণের উন্নতির জন্য কিছু করবে না? অবশ্যই একটি ন্যায়সংগত, গণতান্ত্রিক দেশ তার জনগণের কল্যাণেই কাজ করবে। কিন্তু ঠিক ব্যক্তির মতোই একটি দেশেরও স্বাধীনতা থাকতে